কুষ্টিয়ায় লালনের আখড়াবাড়ি থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় ফকির লালন সাঁইয়ের আখড়াবাড়ির আঙিনা থেকে বোমাসদৃশ বস্তু, বারুদ, পেট্রল ও ইলেকট্রনিক সার্কিট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার রাত দেড়টার দিকে আখড়াবাড়ির প্রবেশপথের পুলিশ বক্স থেকে প্রায় ১০ হাত দূরে একটি নারিকেলগাছের গোড়া থেকে সাদা ব্যাগে রাখা এসব বস্তু উদ্ধার করা হয়। সোমবার সকালে ঢাকা থেকে আসা পুলিশের বিশেষ দল সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে।

সোমবার সকাল ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দিন। তিনি জানান, উদ্ধার করা বস্তুগুলোর মধ্যে একটি পেট্রল বোমাসদৃশ বস্তু, দুটি বারুদ, দুই লিটার পেট্রল ও একটি ইলেকট্রনিক সার্কিট ছিল। সকাল ৮টার দিকে পুলিশের বিশেষ দল সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার ছিল মরমি সাধক ফকির লালন সাঁইয়ের ১৩৬তম তিরোধান দিবস। এ উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় লালন একাডেমি তিন দিনব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলার আয়োজন করেছে। তিরোধান দিবস ঘিরে প্রতিবছরের মতো এবারও আখড়াবাড়িতে সমবেত হয়েছেন বাউল, সাধক ও লালনভক্তরা। তাদের নিরাপত্তায় সিসিটিভি স্থাপনসহ কয়েক স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন।

শনিবার বিকেলে স্মরণোৎসবের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। রোববার ছিল আয়োজনের দ্বিতীয় দিন। এদিন দুপুরে পুণ্যসেবার মধ্য দিয়ে সাধুসঙ্গ শেষ হলেও আখড়াবাড়িতে লালনভক্তদের উপস্থিতি ছিল। এর মধ্যে রাত দেড়টার দিকে পুলিশ বক্সের কাছ থেকে বোমাসদৃশ বস্তুসহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আখড়াবাড়ি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সোমবার স্মরণোৎসবের শেষ দিন। সন্ধ্যায় আলোচনা সভা এবং রাতভর লালনের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিন দিনের আয়োজন শেষ হওয়ার কথা। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

ওসি জামাল উদ্দিন বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্বৃত্তরা আখড়াবাড়ির আঙিনায় বোমাসদৃশ বস্তু রেখেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেগুলো উদ্ধার করে সোমবার সকাল নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম চলছে। স্মরণোৎসব নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

ভেড়ামারায় ২৫০ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার ১

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৫০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ স্বপন ইসলাম (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৫টার দিকে ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়িয়া ভাঙ্গাপোল এলাকায় মেসার্স আরিফ ট্রেডার্সের দোকানের সামনে পাকা সড়ক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. আমিনুল ইসলামের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম শেখের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মনোয়ার হোসেন সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে স্বপন ইসলামকে ২৫০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করেন।

গ্রেপ্তার স্বপন ইসলাম কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গাছের দিয়াড় এলাকার টলটলিপাড়ার বাসিন্দা মো. নজরুল ইসলামের ছেলে।

ভেড়ামারা থানার ওসি মো. শামীম শেখ বলেন, ২৫০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

বাউল সাধক লালন শাহের ১৩৬তম তিরোধান দিবস আজ

‘মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ মানবতাবাদী সাধক ফকির লালন শাহের এই চিরন্তন বাণীকে ধারণ করে আজ শনিবার (১৭ অক্টোবর) থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী লালন স্মরণোৎসব।

বাউল সাধকের ১৩৬তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ায় লালন আখড়াবাড়িতে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে নানা অনুষ্ঠান।

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও লালন একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু, বাউল-সাধক, ভক্ত, গবেষক ও দর্শনার্থীরা সমবেত হবেন। লালনের মানবতাবাদী দর্শন, জাত-ধর্মের বিভেদ অতিক্রম করে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখার শিক্ষা এবং বাংলার লোকসংস্কৃতিতে তাঁর অবদান স্মরণে থাকবে সাধনা, গান ও স্মরণপর্বসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় ছেঁউড়িয়ার লালন একাডেমি চত্বরে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন লালন একাডেমির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌহিদ বিন-হাসান।

২০২৫ সালের ২৮ আগস্ট তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিবছর ১৭ অক্টোবর লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছর থেকে জাতীয় পর্যায়ে লালন স্মরণোৎসব উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়ায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফকির লালন শাহ। তাঁর তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর লালন আখড়াবাড়িতে সমবেত হন ভক্ত ও বাউল-সাধকেরা। একতারা, দোতারা ও খমকের সুরে পরিবেশিত হয় তাঁর গান। গানের আসর ঘিরে শিল্পী ও শ্রোতাদের মধ্যে গড়ে ওঠে ভাবের আদান-প্রদান। লোকসংগীত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এই

মিলনমেলা নতুন প্রজন্মের কাছে লালনের জীবনদর্শন তুলে ধরারও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ।

লালন শাহ বাংলার লোকদর্শন, মানবতাবাদ ও আত্মঅনুসন্ধানের এক অনন্য নাম। তিনি শুধু বাউল গানের রচয়িতা নন; তাঁর গানে উঠে এসেছে মানুষের পরিচয়, আত্মার স্বরূপ, দেহতত্ত্ব এবং জাত-ধর্মের বিভেদ অতিক্রম করে সত্য অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা। সমাজের প্রচলিত বিভেদ ও সংকীর্ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার পাশাপাশি তাঁর গান মানুষকে নিজের ভেতরেও অনুসন্ধান চালাতে উদ্বুদ্ধ করে।

লালনের বহুল পরিচিত গান ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে’ জাতপাত ও সামাজিক পরিচয় নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। অন্যদিকে, ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’ গানে মানবদেহ ও জীবনের রহস্য উঠে এসেছে গভীর দার্শনিক ব্যঞ্জনায়। সহজ কথায় গভীর দর্শন প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর গানকে বিনোদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবন উপলব্ধির অন্যতম মাধ্যমে পরিণত করেছে।

কুষ্টিয়ায় স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসার সচেতনতায় সেমিনার

ক্যানসার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে কুষ্টিয়ায় স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারবিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন বগুড়ার টিএমএসএস ক্যানসার সেন্টারের কনসালট্যান্ট এবং টিউমার ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. মো. তৌহিফুর রহমান।

সেমিনারে স্তন ও প্রোস্টেট ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ, ঝুঁকির কারণ, রোগ শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের

উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে ক্যানসার সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় স্তন ক্যানসারের বৈশ্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিশ্বে আনুমানিক ২৩ লাখ নারী নতুন করে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। একই বছরে এ রোগে প্রায় ৬ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্ত করা গেলে এবং যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা গেলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসার ফলাফল ভালো হয়।

ডা. মো. তৌহিফুর রহমান বলেন, স্তনে নতুন কোনো চাকা বা পিণ্ড, স্তনের আকার কিংবা ত্বকে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এবং স্তনবৃন্ত থেকে অস্বাভাবিক নিঃসরণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। অন্যদিকে, প্রোস্টেট ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রস্রাবের প্রবাহ দুর্বল হওয়া, ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ কিংবা প্রস্রাবে রক্ত যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই ক্যানসার হয়েছে, এমন নয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা জরুরি।

সেমিনারে ক্যানসার নিয়ে সামাজিক সংকোচ, ভয় ও অসচেতনতার কারণে চিকিৎসা নিতে দেরি করার প্রবণতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসকের নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে ক্যানসার মোকাবিলায় সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মো. টিপু সুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. হাবিবুল ইসলাম।

সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, ‘ক্যানসার ভয় আর নয়, বিজয়ীর বেশে লড়লেই হবে ক্যানসারের পরাজয়।’

আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ ধরনের সচেতনতামূলক আয়োজনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ক্যানসার সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হবে এবং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহ বাড়বে।

ভেড়ামারায় রেললাইন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় রেললাইন থেকে জয়নাল আবেদীন (২৬) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) সকালে উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ১৬ দাগ ৬৮ পাড়া এলাকার রেললাইন থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জয়নাল আবেদীন পঞ্চগড় জেলার বোদা থানার দাঙ্গাপাড়া এলাকার মো. নয়া মিয়ার ছেলে।

পুলিশি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে খুলনা থেকে সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খবর পেয়ে ভেড়ামারা থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (নিরস্ত্র) মো. মোকলুকুর রহমানকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। এ সময় পোড়াদহ রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ জানান, রাত ১২টার পর যেকোনো সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পোড়াদহ রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুসাইন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। পরিচয় শনাক্তের পর নিহতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন ও ময়নাতদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়া রেজিস্ট্রি অফিসে নতুন কমিটি করে চাঁদাবাজির পাঁয়তারা

কুষ্টিয়া সদর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দলিল লেখক সমিতির নতুন কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিটিতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত কয়েকজনকে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং সমিতির নামে দলিলপ্রতি অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দলিল লেখক।

অভিযোগকারীদের দাবি, গত শনিবার (১০ অক্টোবর) কুষ্টিয়া শহরের হরিশংকরপুর এলাকায় দলিল লেখক আমিরুল ইসলামের দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে এ-সংক্রান্ত একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সাবেক কাউন্সিলর সোহেল রানা আশা উপস্থিত ছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রস্তাবিত কমিটিতে আতিকুজ্জামান রাজুকে সভাপতি, মশিউর রহমান শিমুলকে সহসভাপতি, সোহেল রানা আশাকে সাধারণ সম্পাদক এবং আমিরুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া ওয়াহিদুজ্জামান লাইজুকে সরাসরি কমিটিতে না রেখে তাঁর ভাই আতিকুজ্জামান রাজুকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে আড়ালে থেকে ওয়াহিদুজ্জামান লাইজু কমিটির মূল দায়িত্ব পালন করতে পারেন বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

সূত্রগুলোর দাবি, বৈঠকে দলিল লেখক শিমুল, আশা, আমিরুল, মানিক, মমিন ও রাজুসহ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দলিল লেখকের অভিযোগ, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দলিলের মূল্য অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তাঁদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথম লাখে ৩ হাজার ৫০০ টাকা, দ্বিতীয় লাখে ২ হাজার টাকা এবং পরবর্তী লাখগুলোতে ১ হাজার টাকা করে আদায়ের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এ হিসাবে ২০ লাখ টাকা মূল্যের দলিলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৩ হাজার ৫০০ টাকা আদায়ের পরিকল্পনা রয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

এছাড়া, ৫ লাখ টাকা মূল্যের দলিলের ক্ষেত্রে ৮ হাজার ৫০০ টাকা

এবং হেবা ঘোষণাপত্রের দলিলের ক্ষেত্রে ৬ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায়ের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

তবে এসব অর্থ আদায়ের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কি না, সংশ্লিষ্টদের সম্মতি বা অনুমোদন রয়েছে কি না এবং বাস্তবে কারও কাছ থেকে এ ধরনের অর্থ আদায় করা হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, এ বিষয়ে দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা আশার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমরা সমিতির কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম। লোকাল এমপি এটা করতে দেননি। সবাইকে নিয়ে এই সমিতি চালাতে চেয়েছিলাম। সমিতি না থাকায় কারেন্ট বিল ঘরে ঘরে গিয়ে আনতে হচ্ছে। ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে না। সব জায়গায় সমিতি আছে, শুধু কুষ্টিয়া সদরে হচ্ছে না। গত শুক্রবার আমরা রেজিস্ট্রি অফিসে বসেছিলাম।”

অন্যদিকে, ওয়াহিদুজ্জামান লাইজুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ব্যবহৃত ফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায় বলে জানা গেছে।

জেলা রেজিস্ট্রার বলেন, কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রার গাজী মুহাম্মদ আব্দুল করিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি কোনোভাবেই সমিতি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে দেব না। গত রাতে এমপি মহোদয় ফোন দিয়েছিলেন, তিনিও সমিতি করতে নিষেধ করেছেন।”

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় ১২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সাহেব আলী হত্যা মামলায় ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক নাদিরা সুলতানা আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা মোজাম্মেল হোসেন (৭৩), আইন উদ্দিন (৬৮) ও তার ভাই আকতার হোসেন (৪৩), সাবু (৪১), সোহাগ (৩৮), শরিফুল ইসলাম (৪৩), বিপুল (৩৪), বদর উদ্দিন (৬৮), আফসার শেখ (৬৫), সুমিন (৩৮), সেলিম (৪১) ও আবু (৩৭)।

এছাড়া জুলু (৩৮) ও তার ভাই রাহুলকে (৩৪) দুই বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন সাতজন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আধিপত্য বিস্তার ও জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে ২০১৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সাহেব আলীকে হত্যা করা হয়। পরে কুমারখালী উপজেলার চর-চাপড়া গ্রামে একটি কলাবাগানের পাশে তার মরদেহ ফেলে রাখা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই আহম্মদ আলী ওরফে আকম আলী কুমারখালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। তদন্ত শেষে কুমারখালী থানার পুলিশ পরিদর্শক কাজী কামাল হোসেন ২০১৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আদালতে ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ (মঙ্গলবার) এ মামলার রায় হলো। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মনির হোসেন রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় টিকটকে পরিচয়, ৪ কিশোরীর সমকামী প্রেম!

কুষ্টিয়ার মিরপুরে টিকটক গ্রুপের মাধ্যমে পরিচয়, এরপর গড়ে ওঠে সমকামী প্রেমের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের জেরে একসঙ্গে থাকার

সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় চার কিশোরী। পরে ঢাকার হেমায়েতপুরে বাসা ভাড়া নিয়ে দুই জোড়া কিশোরী ‘বিয়ে’ করে একসঙ্গে বসবাস শুরু করে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিখোঁজের ছয় দিন পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের উদ্ধার করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর উপজেলার গোপীনাথপুর এলাকার তিন কিশোরী গত ৫ অক্টোবর পরিবারের কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। তাদের নিখোঁজের ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশকে জানানো হলে মিরপুর থানা তাদের সন্ধানে অনুসন্ধান শুরু করে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়, টিকটকের মাধ্যমে মিরপুরের এক কিশোরীর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ এলাকার এক কিশোরীর পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সমকামী প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে পুলিশের ভাষ্য। একইভাবে মিরপুরের আরও দুই কিশোরীর মধ্যেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয়।

পরে চার কিশোরী একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৫ অক্টোবর মিরপুরের তিন কিশোরী বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকার দিকে যায় এবং নারায়ণগঞ্জের কিশোরীর সঙ্গে মিলিত হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পরে তারা ঢাকার হেমায়েতপুর এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেয়। সেখানে দুই কিশোরী নিজেদের মধ্যে ‘বিয়ে’ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে বলে পুলিশকে জানায়। এরপর তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো একসঙ্গে থাকার দাবি করে। অপর দুই কিশোরীও একই বাসায় অবস্থান করছিল।

নিখোঁজের বিষয়টি তদন্ত করতে গিয়ে মিরপুর থানা পুলিশ তাদের অবস্থান শনাক্তের চেষ্টা শুরু করে। মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাকিলাদহ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইউসুফ আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাদের অবস্থান শনাক্ত করেন।

পরে ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকার হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চারজনের বয়স ১৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মিরপুর থানার ওসি মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, “মিরপুর থেকে নিখোঁজ তিন কিশোরীকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ঢাকার হেমায়েতপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। একই সময় নারায়ণগঞ্জের একজনকেও উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের টিকটক গ্রুপের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। একসঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যেই তারা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। পরে তাদের উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়েছে।”

খোকসায় সাউন্ড বক্স বাজাতে নিষেধ করায় যুবককে পিটানোর অভিযোগ

কুষ্টিয়ার খোকসায় বিয়েবাড়িতে উচ্চ শব্দে সাউন্ড বক্স বাজাতে নিষেধ করাকে কেন্দ্র করে সামিউল ইসলাম নামে এক যুবককে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিনারুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আহত সামিউল বর্তমানে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১১ অক্টোবর রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজের পর উপজেলার উসমানপুর ইউনিয়নের রায়পুর চরপাড়া গ্রামের একটি বিয়েবাড়িতে বড় বড় সাউন্ড বক্স আনা হয়। এ সময় উচ্চ শব্দে সাউন্ড বক্স না বাজানোর অনুরোধ জানাতে ওই গ্রামের ইমামসহ দুই-তিনজন মুসল্লি ও এলাকাবাসী সেখানে যান।

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ রয়েছে, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিনারুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলাম সামিউল ইসলামের ওপর হামলা করেন। একপর্যায়ে বাঁশের লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

পরে স্থানীয়রা আহত সামিউলকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সর্বশেষ

তথ্য অনুযায়ী, তিনি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ফেসবুকে পরিচয় থেকে বিয়ে, পাকিস্তানি যুবক এখন কুষ্টিয়ায়

ফেসবুকে পরিচয়, এরপর বন্ধুত্ব, ভালো লাগা আর নিয়মিত কথোপকথন। ধীরে ধীরে সেই সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে, আর শেষ পর্যন্ত বিয়েতে।

দুই বছর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত হওয়া কুষ্টিয়ার লাবনী ও পাকিস্তানের পাঞ্জাবের বাসিন্দা ফারহানের সম্পর্ক এখন সংসারে রূপ নিয়েছে। বিয়ের পর পাকিস্তানে প্রায় ছয় মাস কাটিয়ে বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে কুষ্টিয়ায় অবস্থান করছেন ফারহান। ভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি ও পারিবারিক পরিবেশের এই দম্পতিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার বাসিন্দা লাবনী। প্রায় দুই বছর আগে ফেসবুকের মাধ্যমে পাকিস্তানের পাঞ্জাবের বাসিন্দা ফারহানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। শুরুতে সাধারণ বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের যোগাযোগ। তবে নিয়মিত কথা বলতে বলতে একসময় দুজনের মধ্যে তৈরি হয় ভালো লাগা।

পরিচয়ের শুরুর দিকে লাবনী একটি ফেক ফেসবুক আইডি ব্যবহার করতেন। ওই আইডিতে অন্য এক তরুণীর ছবি দেওয়া ছিল। ফারহান যখন তার আসল পরিচয় জানতে চান এবং ছবি দেখতে চান, তখন ভুল করে ওই তরুণীর ছবিই তাকে পাঠিয়ে দেন লাবনী। পরে ভিডিও কলে কথা বলার সময় বিষয়টি পরিষ্কার হয় এবং প্রকাশ পায় লাবনীর আসল পরিচয়।

তবে এ ঘটনায় তাদের যোগাযোগ থেমে যায়নি। বরং সত্য জানার পরও নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথাবার্তার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়।

একপর্যায়ে লাবনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ফারহান।

বিষয়টি দুই পরিবারকে জানানো হলে পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ের প্রক্রিয়া এগিয়ে যায়।

প্রায় সাত মাস আগে অনলাইনে বিয়ে করেন লাবনী ও ফারহান। এরপর ফারহান পাকিস্তানে নিয়ে গেলে দেশটির আইন অনুযায়ীও তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পর প্রায় ছয় মাস পাকিস্তানে একসঙ্গে সংসার করেন তারা। পরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন ফারহান। বর্তমানে কুষ্টিয়াতেই বসবাস করছেন এই দম্পতি।

দুই দেশের নাগরিক হলেও দাম্পত্য জীবন নিয়ে তাদের রয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। দুজনেরই ১০ বছরের ফ্যামিলি ভিসা রয়েছে বলে জানান তারা। বাংলাদেশে বসবাসের পাশাপাশি পাকিস্তানি পোশাক, বিশেষ করে থ্রি-পিস এনে অনলাইনে ব্যবসা করার পরিকল্পনাও করছেন এই দম্পতি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হওয়া সম্পর্ক যে কখনো কখনো দেশের সীমানাও পেরিয়ে যেতে পারে, লাবনী ও ফারহানের গল্প যেন তারই একটি উদাহরণ। ফেসবুকের পরিচয় থেকে শুরু হওয়া তাদের সম্পর্ক এখন কুষ্টিয়ার মাটিতে নতুন সংসারের পথচলা শুরু করেছে।